মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকের নানি রহিমা খাতুন আর নেই

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনের নানি রহিমা খাতুন (৮২) ইন্তেকাল করেছেন।

শনিবার দিবাগত রাত ১টা ২০ মিনিটের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের ব্যাংকপাড়ায় নিজ বাসভবনে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রহিমা খাতুন দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তাঁর মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উজুলপুর কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের বড় ভাই মিজানুর রহমান মজনু আর নেই

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর বড় ভাই মিজানুর রহমান মজনু আর নেই। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

সোমবার ভোর ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

মরহুম মিজানুর রহমান মজনু পুরাতন বাস স্ট্যান্ড পাড়ার বাসিন্দা এবং মৃত ফরহাদ আলীর বড় ছেলে। জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা গ্রহণের পরও শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর কাছে হার মানেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার জানাজার নামাজ আজ সোমবার বাদ আছর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে মেহেরপুর প্রতিদিন সকলের মনে স্থান করে নিয়েছে

একটি প্রান্তিক ও সীমান্তবর্তী ছোট জেলায় একটি দৈনিক পত্রিকা ৮ বছর পেরিয়ে স্বমহিমায় প্রতিদিন প্রকাশ করা একটি বীরত্বগাঁথা পরিচয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আসা অতিথিরা।

গতকাল মঙ্গলবার ৩১ মার্চ প্রতিষ্ঠার ৯ বছর উপলক্ষে মেহেরপুর প্রতিদিন আয়োজন করে দিনব্যাপী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর নানা আয়োজন।

সকাল সাড়ে ১০টায় উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, বীর মুক্তিযোদ্ধা (অব.) ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক।

দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা ও সাবির্ক দায়িত্ব পালন করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় বলেন, সাংবাদিকতা পেশা আর দশটা পেশার মতো নয়। এই পেশা হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য এটি একটি ব্রত, এটি একটি সেবা। পত্রিকাকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, জাতির বিবেক। বস্তনিষ্ঠ এবং সমাজের ছোট ছোট ঘটনা গুলো যেগুলো সমাজকে বিপথে নিয়ে যায়, আমাদের বিবেককে তাড়িত করে এই ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে মানুষের পরিবর্তন সাধিত হয়।

আমি মনে করি মেহেরপুর প্রতিদিন একটি প্রান্তিক জেলায় এবং সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে আট বছর পরেও দাঁড়িয়ে আছে স্বমহিমায় এটি একটি বীরত্বগাঁথা পরিচয়। আপনারা দেখেছেন অনেক জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। কোন পত্রিকা শুরু করাটা যতটা সহজ কিন্তু এটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তার চেয়েও অনেক কঠিন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যারা যুক্ত তারা কিন্তু তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থানীয় মানুষের সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই এই পত্রিকাটি এখনও চলমান রয়েছে। আমি মনে করি এই পত্রিকাটি আগামীতেও তাদের বস্তুনিষ্ঠ এবং জনগণের কন্ঠস্বর হয়ে আমাদের দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে যথেষ্ট অবদান রাখবে, সেই প্রত্যাশা রাখি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন জনগণের একটাই ভরসার জায়গা যে তারা কোন লেজুড়বৃত্তিক সংবাদ প্রকাশ করে না, তার নিজস্ব গতিতেই প্রকাশ করে এটাই তার স্বকীয়তা। মেহেরপুর প্রতিদিন অষ্টম বর্ষ শেষে নবম বর্ষে পদার্পণ করল, আমি তার উত্তোরত্তোর সাফল্য কামনা করি।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তর প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম বলেন, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনে যে চরিত্র হওয়া উচিত সেই চরিত্র বাংলাদেশের কোন মিডিয়াতে নাই। আদর্শ সংবাদপত্র কেমন হওয়া উচিত? আদর্শ সংবাদপত্র সত্য ও সুন্দর কথা বলবে, গণমানুষের কথা বলবে, নির্যাতিত মানুষের কথা বলবে, নির্যাতিত মানুষের কন্ঠস্বর হবে। মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের বিবেক হয়ে উঠুক সেই প্রত্যাশায়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, দৈনিক পত্রিকা হিসেবে চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া ও মেহেরপুরের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন।

আমি পত্রিকার কাছে একটা বিষয়ে অনুরোধ রাখবো আপনারা সংবাদ

দিনব্যাপী ৯টি পর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পৃথকভাবে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধাক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর সরকারি কলেজের সাবেক শিক্ষক মুরাদ হোসেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ আরিফুল ইসলাম, অরণি থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবের, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, শিক্ষক ও সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল, শিক্ষক ও উপস্থাপক ইয়ামিন হাসান, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার, শিক্ষাবিদ আল আমিন ইসলাম বকুল, জামায়াত নেতা নুর রহমান, মঞ্জুরুল হক টুটুল, আমজাদ হোসেন, মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, সদস্য আনোয়ারুল হক কালু, আবু হানিফ, তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টু, অনিক হাসান।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাংবাদিক ও স্টাফদের নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন স্টাফ রিপোর্টার শহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা প্রতিনিধি এস আই বাবু, ডেস্ক ইনচার্জ (নিউজ) সাকিব হাসান রুদ্র, ডেস্কু ইনচার্জ (মাল্টিমিডিয়া) রাফি হাসান, ডেস্ক ইনচার্জ ইয়াসির ইউসুফ ইমন, কাথুলী প্রতিনিধি ফিরোজ হাসান পলাশ।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে আবারও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মতবিনিময়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আবারও স্থানীয় গণমাধ্যম মেহেরপুর প্রতিদিনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন European Union Election Observation Mission এর সদস্যরা।

সোমবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সদস্য Carlos Maria De Ceron y Castro ও Benedetta Odorisio।

তারা পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঙ্গে নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি, ভোটার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ, নির্বাচনী পরিবেশ, সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেন, রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ছিল কিনাএসব বিষয়ে খোলামেলা মতবিনিময় হয়। স্থানীয় পর্যায়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা, তথ্যপ্রবাহ ও সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ নিয়েও আলোচনা করা হয়।

ইইউ পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা মেহেরপুর প্রতিদিনের মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্বাচনী, রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত তথ্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং পেশাদারিত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এ সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার সাকিব হাসান রুদ্র, অনলাইন স্টাফ রিপোর্টার ইয়াসির ইউসুফ ইমন এবং মাল্টিমিডিয়া ডেস্ক ইনচার্জ মোঃ রাফি হাসান উপস্থিত ছিলেন।

পিআইডি প্রতিনিধি দলের মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় পরিদর্শন

১ মে, বৃহস্পতিবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) এর উপপ্রধান তথ্য অফিসার (পরিচালক) হাসিনা আক্তারের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন ও পত্রিকা কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন এর অনলাইন বিভাগ ও পত্রিকার কার্যক্রম দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিআইডির তথ্য সহকারী মাহমুদা খানম এবং লাইব্রেরিয়ান ইউসুফ আলম।

প্রতিনিধিদল কার্যালয়ে পৌঁছালে মেহেরপুর প্রতিদিন এর সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন এবং আইটি ইনচার্জ মুন্সী জাহাঙ্গীর জিন্নাত হিরক তাঁদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।

পরবর্তীতে প্রতিনিধি দলটি মেহেরপুর প্রতিদিন এর নিউজরুম, স্টুডিওসহ পুরো অফিসের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

গত ২৭/০৪/২০২৫ তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত মেহেরপুর হাসপাতালে নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা বন্ধ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আজ সোমবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা.শাহারিয়া শায়লা জাহান প্রতিবাদ পত্র মেহেরপুর প্রতিদিনকে পাঠিয়েছেন।

প্রতিবাদ পত্রে তিনি বলেন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মেহেরপুরের চিকিৎসক মাহবুবুর রহমানের সাথে রোগীর স্বজনদের সহিত কথাকাটাকাটি হয় এবং শিশু ও মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত্র হাসপাতালের ৩য় তলায় শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই। হাসপাতালের ২য় তলায় মহিলা ও মেডিসিন ওয়ার্ডে রোগীর স্বজন ও স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজনের প্রভাবে চিকিৎসাসেবা সাময়িকভাবে

বিঘ্নিত হলেও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই।

আদম (আঃ)- এম.এ.এস ইমন (পর্ব ১)

প্রথমে আল্লাহ ছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না যখন তিনি ছিলেন না। তিনি ব্যতীত কোন বাস্তবতা ছিলনা। কোন এক পর্যায়ে অসীম জ্ঞান এর মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সৃষ্টি করবেন।

একে একে সম্ভাবনার জগত থেকে বাস্তবতার জগতে নিয়ে আসতে লাগলেন তাঁর প্রথম সৃষ্টিগুলোকে। যেহেতু অসীম জ্ঞানের মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সৃষ্টি বলে কিছু থাকবে, তার মানে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাটাই শ্রেয়। সেই সৃষ্টি ভালো কিছুই করুক বা খারাপ কিছু।

আল্লাহ তার আরশ সৃষ্টি করলেন, পানি সৃষ্টি করলেন, কলম সৃষ্টি করলেন, এবং সেই কলমকে আদেশ করলেন লেখ। কলম বলে বসল, আমার রব আমি কি লিখবো? আল্লাহ বললেনঃ সময়ের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু লিখো। আরশ শব্দের অর্থ আসন। আসন, পানি, কলম এই শব্দগুলোর অর্থ আমরা জানি। কিন্তু আল্লাহর সেই আরশ, সময়ের শুরু সেই পানি এবং সবকিছুর নিয়তি লেখা সেই কলম কেমন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মহাবিশ্ব তৈরির ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহর হুকুমে, সেই কলম সবকিছু নিয়তি লিখে রেখেছিল লাওহে মাহফুজে। ৫০ হাজার বছর পর আল্লাহ আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর কোন এক পর্যায়ে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন ফেরেশতাদের, নূর থেকে তৈরি আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এবাদত নিমজ্জিত থাকে, এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না, এবং তাদের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ নূর থেকে ফেরেশতা তৈরি করার পর আরও কিছু সময় পার হলো এবং এরপর এক নতুন জাতি সৃষ্টি করলেন এবং তাদের সৃষ্টি করলেন এক ধরনের ধোয়াবিহীন আগুন থেকে। এই জাতির নাম হল জীন। ফেরেশতা আর

জীনদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, জীন জাতি প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর ইবাদত করে না বরং তারা চাইলে তার হুকুম অমান্য করতে পারে। আল্লাহ জীনদের দুনিয়াতে খালিফা হিসেবে পাঠালেন। আগুন থেকে তৈরি এই সৃষ্টি ছিল উত্তেজনা প্রবণ, তারা ঘনঘন যুদ্ধও খুনাখুনিতে লিপ্ত হতে লাগল এবং দুনিয়াতে অন্যায়-অনাচার ছড়িয়ে পড়লো। কিছু পুণ্যবান থাকা সত্বেও বেশিরভাগ আল্লাহকে অমান্য করতে লাগলো।

কিন্তু একজন ছিল যে বিশেষভাবে আল্লাহর এবাদত করত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করত। এক পর্যায়ে তার এবাদত এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে তার এতটা কাছে আসার অনুমতি দিলেন যে সে ফেরেশতাদের অবস্থানে গিয়ে আল্লাহর এবাদত করার সুযোগ পেলো। অন্যদিকে দুনিয়াতে জীন জাতির অপকর্ম চলতে থাকায় আল্লাহ তা’আলা ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন দুনিয়াতে গিয়ে সেই জীনদের বিতাড়িত করার জন্য। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য ফেরেশতাদের সাথে পাঠানো হল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা সেই জীনকেও।

দুনিয়ায় অন্যায় অনাচার সৃষ্টিকারীদের ফেরেশতারা ধ্বংস করল এবং খুব অল্পসংখ্যক জীন রেহাই পেল। আল্লাহর হুকুম পালন করে ফেরেশতারা আসমানে ফিরে আসলো এবং তাদের সাথে সেই পুণ্যবান জীন। এরপর কতটুকু সময় পার হল তা আমরা জানিনা। কিন্তু একপর্যায়ে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিলেন তিনি এক নতুন জীব সৃষ্টি করবেন। যখন আল্লাহ ঘোষণা দিলেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন, ফেরেশেতারা অবাক হয়ে যায়। তারা দেখেছিল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীন দুনিয়াতে কত অন্যায়-অনাচার করেছিল, তারা জানত মানুষকেও যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় তাহলে তারাও পৃথিবীতে একিরকম অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হবে। তবু কেন আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করবেন। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপরে প্রশ্ন তুলছিল না বরং তাদের বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

আল্লাহ খুব সহজভাবেই বুঝালেন তাঁর কাছে এমন জ্ঞান রয়েছে যা ফেরেশতাদের কাছে নেই, অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করার পর তারা দুনিয়াতে নানা অপকর্মে লিপ্ত হলেও তাদের সৃষ্টি করার পিছনে কারণ রয়েছে, এবং শিঘ্রই সেই কারনগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ নিজ হাতে আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন, এবং তাকে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে এবং তার দৈহিক গঠন সম্পন্ন করার পর তাঁর ভেতর রূহ বা আত্মা ফুকে দিলেন। এবং তিনি (আল্লাহ) আদম আলাইহিস সালাম কে সবকিছুর নাম শিখালেন, এবং তিনি ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্য, ফেরেশতাদের আসনে তখন সেই পুণ্যবান জিনেরও জায়গা ছিল। সেই আদেশটি তার ওপরেও প্রযোজ্য ছিল।

কিন্তু প্রতিটি ফেরেশতা তাৎক্ষণিকভাবে আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান স্বরূপ সেজদা করলেও, সেই জিন তাকে সেজদা করল না। প্রথমবারের মতো কেউ স্বয়ং আল্লাহর উপস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখালো, এবং সাথে সাথে তারা এতো বছরের ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেল। সে আল্লাহকে বেশি বেশি ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা কামনা করেনি, কামনা করেছিল মর্যাদা সম্মান।

আগুনের তৈরী হয়ে ইবাদতের মাধ্যমে নূরের তৈরী ফেরেশতাদের মধ্যে জায়গা করে সে এতটা অহংকারী হয়ে গিয়েছিল, যে সে মাটির তৈরি আদম আলাইহিস সালামকে তাকে ছোট করে দেখলো। সে যে গোটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামীনের অমান্য করার মাধ্যমে সবচেয়ে অপদস্ত অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল তা বুঝতে পারল না, এবং হয়ত আল্লাহকে অমান্য করার চেয়েও বড় ভুলটা সে তার পরে করল। সে আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেল, সে ধরে নিল সে যে ভুল করেছে এর থেকে আল্লাহ তাকে আর কোনদিন ক্ষমা করবেন না। এই হতাশ হয়ে যাওয়াকে আরবিতে বলা হয় আবলাসা, এবং সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ইবলিশ। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা ইবলিসকে বিতাড়িত করলেন।

ইবলিসের মনে এত প্রবল হিংসা আর ক্রোধ জন্ম নিল, যে সেই অভিশাপের মুহূর্তেও আল্লাহর কাছে দোয়া করে ফেলল। কিন্তু সে মাগফেরাতের জন্য দোয়া করল না, বরং আল্লাহর কাছ থেকে কিছু সময় রেহাই চাইলো, যেন সে আল্লাহর কাছে প্রমাণ করতে পারে মানব জাতি কতটা খারাপ। এবং মহান রব্বুল আলামীন এত বেশি দয়াশীল তাঁর সৃষ্টিকে তিনি এতটাই ভালোবাসেন যে, তার সরাসরি হুকুম অমান্য করার পর যখন তার কাছেই দোয়া করল, তিনি তার দোয়া কবুল করে নিলেন।

তাহলে আমরা যখন ভুল করে ফেলি বারবার একই গোনায় লিপ্ত হতে থাকি, এবং এরপর মনে করি আমরা অনেক বেশি খারাপ হয়ে গেছি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমাদেরকে এমন চিন্তা করার কোনো কারণ রয়েছে।

আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন, এবং তিনি সেখানে তার রবের নেয়ামত উপভোগ করতে লাগলেন, এবং ইবলিশ গোপনে তাকে ধোঁকা দেয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো।

ইবলিশ যখন বছরের পর বছর আল্লাহর ইবাদত করার পর, এবাদত কারিদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছে যায়। যখন সে আল্লাহর এমন নৈকট্য লাভ করার সুযোগ পায়, যা শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ফেরেশতারাই

জান্নাতের অগনিত নেয়ামত উপভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি তার অন্তরে এক নতুন ধরনের অনুভূতি আবিষ্কার করলেন। এই অনুভূতি ছিল একাকীত্ববোধ তিনি ধীরে ধীরে লক্ষ্য করলেন, আল্লাহর জগতে এত এত ফেরেশতা এত এত পশুপাখি কিন্তু তার মত আর কেউ নেই।

অতঃপর আল্লাহ তার জন্য একজন জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করলেন, এবং আমাদের মা হাওয়া আলাইহিস সালামের জন্ম হলো এবং তাকে পাওয়ার সাথে সাথে আদম আলাইহিস সালামের নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে গেল। এবং আল্লাহ বললেন আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম এর জন্য আল্লাহ পুরো জান্নাত উন্মুক্ত করে দিলেন এবং শুধুমাত্র একটি গাছের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দিলেন এবং বললেন এই গাছের কাছে এসো না। এই আদেশকে ঘিরেই ইবলিস তার ফাদ পাততে লাগলো ধাপে ধাপে আদম আলাইহিস সালামকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল এবং অবশেষে সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলল সে তাদের সদুপদেশ দিচ্ছে এবং তারা যদি সেই গাছের ফল খায় তারা অমর হয়ে যাবেন ফেরেশতা দের মত হয়ে যাবেন।

আদম আলাইহিস সালাম এবং মা হাওয়া এত পবিত্র পরিবেশে জীবন যাপন করেছিলেন যে, তারা কখনো মিথ্যা কথার সম্মূখীনই হননি আল্লাহর কসম খেয়ে মিথ্যা কথা বলা তো অনেক দূরের কথা।

তারা ইবলিশের ফাঁদে পা দিলেন, এবং সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন এবং সাথে সাথেই তারা তাদের নগ্নতার উপলব্ধি করলেন এবং যে আলো দ্বারা তাদের নগ্নতার সুরক্ষিত ছিল সেই আলো নিভে গেল এবং তারা গাছপালা দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিলেন এবং আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া সাথে সাথে তাদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং যদিও ইবলিস তাদেরকে ফাসিয়েছিল তারা বুঝতে পারলেন। যখন আল্লাহ পরিষ্কার আদেশ করেছিলেন তাদেরকে সেই গাছ থেকে ফল না খাওয়ার জন্য, তখন তাদের ইবলিসের কথায় কান দেয়া উচিত হয়নি এবং তাই এতে তাদেরও দোষ ছিল। এবং তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন, ‘রাব্বানা জলামনা আনফুসানা অইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা কূনান্না মিনাল খাসেরীন’ হে আমাদের রব আমরা আমাদের নাফসের উপর জুলুম করেছি এবং যদি আমাদেরকে আপনি ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন তবে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব এবং এখানে আদম আলাইহিস সালাম এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’